সংবাদ

তারিখ ০৮ APR 2014
পৃঃ ২৫ ... 2

গতকাল ঢাবিতে ৪৮তম সমাবর্তনে ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ এর ডিরেক্টর জেনারেল প্রফেসর ড. রলফ-দাতার হিউয়েকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব সায়েন্স' ডিগ্রি প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ -পিআইডি

ঢাবির ৪৮তম সমাবর্তন

আলোকিত মানুষ হওয়ার শিক্ষা চাই : রাষ্ট্রপতি

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মো. আবদুল হামিদ বলেছেন, সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষা নয়, নোট মুখস্থ করে পাস করার শিক্ষা নয়, আলোকিত মানুষ হওয়ার শিক্ষা চাই, সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গড়ার শিক্ষা চাই। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮তম সমাবর্তনের সভাপতির বক্তব্যে গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ এসব কথা বলেন।

দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় এ আয়োজনে ঢাবির ৩৮ জন গবেষককে পিএইচডি, ২৫ জনকে এমফিল, ৩৩ গ্র্যাজুয়েটকে স্বর্ণপদক, ৩৪ জনকে এমডি-এমএস এবং ৮ হাজার ৩১২ জন গ্র্যাজুয়েটকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

উৎসবমুখর এ সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার মানুষ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

মানুষ : হবার শিক্ষা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

রিসার্চের (সার্ন) মহাপরিচালক রলফ ডিটে হুয়েরকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অফ সায়েন্স' ডিগ্রি দেয়া হয়। সনদ দেয়ার এ অনুষ্ঠানে সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গড়ার শিক্ষা নেয়ার ওপর জোর দিয়ে রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ বলেন, 'কুসংস্কার আর অন্ধকার কূপমণ্ডূকতায় আবিষ্ট বদ্ধ ঘরের খোলা জানালাটি হোক শিক্ষা। যা কিছু সংকীর্ণ, শিক্ষা আমাদের শেখাবে তা পরিহার করতে। মানুষে মানুষে সম্মিলন ঘটানোর শিক্ষাই আমরা চাই।'

সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ছাত্র রাজনীতির অপচর্চায় শিক্ষাঙ্গন অস্থির হয়ে ওঠার প্রসঙ্গে ছাত্র সংগঠনগুলোকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে ইতিবাচক রাজনীতি চর্চার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক। এ প্রত্যাশা পূরণে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। একটি জ্ঞাননির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এই ঐতিহ্যকে লালন করতে গবেষণার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করতে হবে। গবেষণার পাশাপাশি সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং খেলাধুলার চর্চা বাড়াতে হবে।

অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চের (সার্ন) মহাপরিচালক রোলফ ডিটার হুয়ের, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, উপ উপাচার্য অধ্যাপক নাসরীন আহমাদও বক্তব্য রাখেন। সমাবর্তন বক্তা অধ্যাপক ড. রোলফ ডিটার হুয়ের বলেন, মানব সভ্যতার উন্নয়নে মৌলিক গবেষণার বিকল্প নেই। বিজ্ঞানের ভাষা সার্বজনীন, এক ও অভিন্ন। তাই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে হবে। তিনি বলেন, বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন বোস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এই গুণী অধ্যাপকের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বিজ্ঞানীদের সংগঠন সার্নের এই পরিচালক। উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, শিক্ষার মান নিশ্চিত করার দায়িত্ব শিক্ষকের। মেধাবী শিক্ষার্থী মেধাবী শিক্ষক হতে পারেন। আমরা সেভাবেই শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা করি। কিন্তু প্রক্রিয়াটি অনেক যান্ত্রিক বলে তা সীমাবদ্ধ ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। অনুষ্ঠান শেষে সমাবর্তনকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। সমাবর্তন নেয়া গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েটদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে দেশের ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যাপীঠ। তারা ছবির ফ্রেমে নিজেদের শিক্ষাজীবনের শেষ স্মৃতিটুকু সঞ্চয়ে ব্যস্ত সময় কাটান ক্যামেরা নিয়ে।